গাংনীতে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে পচা ডিম ও পাউরুটি দেওয়ার সত্যতা মিলেছে: তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার সত্যতা পেয়েছে তদন্ত কমিটি। তদন্তে সরবরাহকৃত ১৩৩টি ডিমের মধ্যে ২০টি ডিম পচা ও নিম্নমানের ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের পচা খাবার দেওয়ার ঘটনাটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বিষয়টি আমলে নিয়ে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেন। প্রতিমন্ত্রী কার্যালয়ের নির্দেশে গাংনী উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আসাদুদ্দৌলা ও এস এম জয়নুল ইসলাম সরেজমিনে তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

শুক্রবার (৩রা জুলাই) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোঃ তানভীর মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তদন্তে ১৩৩টি ডিমের মধ্যে ২০টি ডিম নিম্নমানের হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিষয়টি বিদ্যালয়ের অভিভাবক কমিটি ও খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান “সুশীলন”-এর নজরে আনার পর দ্রুত ত্রুটিপূর্ণ ডিমগুলো সরিয়ে নতুন ও মানসম্মত ডিম সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো ধরনের আপস করা হবে না। স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে মান নিয়ন্ত্রণে শূন্য সহনশীলতা (Zero Tolerance) নীতি অনুসরণ করা হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের আরও কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এদিকে স্থানীয় অভিভাবকরা অভিযোগ তুলেছেন, সাতক্ষীরার ঠিকাদারি

প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’-এর সাথে যোগসাজশ এবং অবৈধ লেনদেনের কারণে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদ ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মৈত্র বিষয়টি জেনেও নীরব ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, অপরাধের দায় না নিয়ে উল্টো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে এলাকায় শিক্ষক, অভিভাবক ও সচেতন মহলে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনার দিনই জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করা হলেও সেই সময়ে তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

মেহেরপুরের মল্লিক পাড়াই আলামিন স্পোর্টসের উদ্বোধন

বিশ্বকাপ উপলক্ষে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিভিন্ন দেশের জাতীয় দল ও জনপ্রিয় ক্লাবের জার্সি সুলভ মূল্যে সরবরাহের লক্ষ্যে মেহেরপুরে যাত্রা শুরু করেছে আলামিন স্পোর্টস।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের মল্লিকপুকুর এলাকায় ফিতা কেটে দোকানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

দোকানটির স্বত্বাধিকারী মো. আল আমিন জানান, বিশ্বকাপ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের জাতীয় দলের জার্সির পাশাপাশি জনপ্রিয় ক্লাবগুলোর জার্সিও তাঁর প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে। ক্রেতাদের জন্য মানসম্মত পণ্য সুলভ মূল্যে সরবরাহের চেষ্টা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বকাপের উন্মাদনায় ফুটবলপ্রেমীদের পছন্দের জার্সি সহজলভ্য করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতেও বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টস সামগ্রী বিক্রির পরিধি আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যবসায়ী, ক্রীড়াপ্রেমী এবং বিভিন্ন

মেহেরপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রশিবিরের হেল্প ডেস্ক

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর পৌর শাখার উদ্যোগে ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে হেল্প ডেস্ক পরিচালনা করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পৌর কলেজে এ হেল্প ডেস্ক বসানো হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুস সালাম, জেলা সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম, পৌর সভাপতি মো. কামরুল ইসলাম নাহিদ, পৌর সেক্রেটারি হাসানুজ্জামান, কলেজ সেক্রেটারি আমির হামজা এবং সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের জন্য ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় পানি, কলম, ঔষধ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

এ সময় নেতৃবৃন্দ পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করেন এবং বলেন, শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে মানবিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাত্রশিবিরের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ। পরীক্ষার্থীরা এ সেবামূলক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে ৩ যুবকের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে মাদক সেবনের সময় স্থানীয়দের হাতে আটক তিন যুবককে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বুধবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন এ দণ্ডাদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাফানিয়া গ্রামের বাসিন্দা সাগর আলী (২০), পিতা: রবিউল ইসলাম; শিলন আলী (২৪), পিতা: মৃত ইসমাইল হোসেন এবং জাহিদ (১৯), পিতা: আক্তারুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কসবা গ্রামের যুবসমাজ নিজ এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধে নজরদারি বাড়িয়েছিলেন। গতকাল রাত আনুমানি ১১.৩০ ঘটিকার সময় ওই যুবকদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয়রা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন বলে নিশ্চিত হয় গ্রামবাসী।

পরে সাথে থাকা দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা ধাওয়া করে একপর্যায়ে তাদের আটক করে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে কসবা গ্রামের রাসেল আহম্মেদ জানান মাদকে রুখতে আমরা যুব সমাজ বদ্ধ পরিকর সেই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাতে একজন যুবকের গতিবিধি সন্দেহ জসক হলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় পাই এবং সাথে থাকা দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে আমরা তাদের ধরে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেয় পরে তাদের ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে।

খবর পেয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মের্শেদ চৌধুরী বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে আজ এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও আজ বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে এইচএসসি, এইচএসসি (বিএম), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও আলিম মিলিয়ে মোট ৪ হাজার ৯৮৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সাধারণ এইচএসসি পরীক্ষায় জেলার ৮টি কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছেন ৩ হাজার ৯১৭ জন পরীক্ষার্থী।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ কেন্দ্রে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ৭৬৯ জন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পৌর ডিগ্রি কলেজ, এআরবি কলেজ ও যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের মোট ৫৪৭ জন এবং পৌর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের মোট ৫৫৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট ৬৫০ জন, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ৪৮৯ জন এবং বামন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৪০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছেন। এছাড়া মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ১১৭ জন এবং মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ কেন্দ্রে ২৫০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষায় জেলার ৩টি কেন্দ্রে মোট ৬৭০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ২০৮ জন, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রে ৪১৭ জন এবং

মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪৫ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন।

এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ২টি কেন্দ্রে মোট ২৪০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ১৭০ জন এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৭০ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

অন্যদিকে, আলিম পরীক্ষায় জেলার একটি কেন্দ্রে মোট ১৫৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। কবি নজরুল ইসলাম শিক্ষা মঞ্জিল কেন্দ্রে জেলার ছয়টি মাদরাসার শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন।

পরীক্ষা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। জেলা সদরের কেন্দ্রগুলোতে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিটি কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েনের পাশাপাশি কেন্দ্র কমিটি, হল সুপার ও কক্ষ পরিদর্শকদের মাধ্যমে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ বছর সারা দেশে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন পরীক্ষার্থী। বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবারের পরীক্ষা।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সায়েন্স

প্রজেক্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎ

জাতীয় পর্যায়ে স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আয়োজনে ‘স্মার্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেম’ প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

দেশব্যাপী ৮ হাজার ২৯টি স্টলের মধ্য থেকে বাছাই করে ৫৪৬টি প্রজেক্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। পরে জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত ১০১টি প্রজেক্টের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়। প্রতিযোগিতায় ৭২ নম্বর প্রজেক্ট হিসেবে অংশ নিয়ে দিনব্যাপী উপস্থাপনার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

গতকাল ঢাকা থেকে বিজয়ী দলটি মেহেরপুরে পৌঁছালে আজ সকালে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় বিজয়ী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল এবং সন্ধানী সংস্থার কো-অর্ডিনেটর জাকি আল মুহতানাক।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী তিন শিক্ষার্থী ও দুই গাইড শিক্ষককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, “তোমাদের এই বিজয়

শুধু মেহেরপুর জেলার নয়, এটি সমগ্র দেশের গর্ব। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দেবে। তাই নতুন নতুন আইডিয়া ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের খুব ভালোবাসেন। তোমাদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে দেশের কল্যাণে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার এ ধরনের উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলে আমি আশা করি।”

উপাচার্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, “মাধ্যমিক পর্যায় শিক্ষার্থীদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই মেধা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে জেলা যত উন্নত, তার পেছনে রয়েছে সেই জেলার মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।”

তিনি বিজয়ী শিক্ষার্থী ও গাইড শিক্ষকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং তাদের অনুভূতির কথা শোনেন।

বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত মেধাবী উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রযুক্তির কল্যাণে তারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

শেষে তিনি বলেন, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যেকোনো প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সবসময় প্রদান করা হবে।

মেহেরপুরে সোলার প্যানেল কিনে ফ্রিজ জিতলেন ক্রেতা

মেহেরপুরের স্টেডিয়াম মার্কেটের মামুন সোলার পয়েন্টের ‘ঈদ ধামাকা’ অফারে সোলার প্যানেল কিনে একটি ফ্রিজ জিতেছেন এক ভাগ্যবান ক্রেতা।

এছাড়াও লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে মোবাইল ফোন, ওয়াটার হিটার, সোলার ফ্যানসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপহার জিতেছেন আরও অনেক ক্রেতা।

আজ বুধবার বিকেলে আয়োজিত ‘ঈদ ধামাকা’ অফারের লাকি ড্র অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে এসব উপহার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ফ্রিজ বিজয়ী ক্রেতার হাতে তুলে দেন সদর ট্রাফিক পুলিশের (প্রশাসন) পরিদর্শক মো. আব্দুল হান্নান।

মামুন সোলার পয়েন্টের স্বত্বাধিকারী আবদুল আল মামুন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম।

এ সময় মামুন সোলার পয়েন্টের ক্রেতা, ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরা জানান, ক্রেতাদের উৎসাহিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের আকর্ষণীয় অফার ও লাকি ড্র কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও পাউরুটি দিলেন ঠিকাদার

মেহেরপুরের গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সুশীলন এনজিওর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা নুরুজ্জামানের বিরুদ্ধে।

আজ বুধবার দুপুরে সরেজমিনে গিয়ে গাংনী পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার এ দৃশ্য দেখা গেছে।

চলতি বছরের ২৯ মার্চ স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদের যোগসাজশে নিম্নমানের খাদ্যপণ্য দেওয়া হলেও কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার ১৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮ হাজার ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় পাউরুটি, কলা, ডিম, দুধ ও বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সরবরাহের শুরু থেকেই নানা অভিযোগ উঠলেও কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে সরকারি টাকা লুটপাট করা হচ্ছে।

বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী অনিক হাসান বলে, “আমাদের বিদ্যালয়ে বুধবার পচা ডিম ও পাউরুটি দিয়েছে। এটা শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর। এটা খেলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব।”

চতুর্থ শ্রেণির আরেক শিক্ষার্থী সাবিত হোসেন বলে, “আমি একটি ডিমের খোসা ছাড়ানোর সময় পানি বের হতে দেখি। পরে বুঝতে পারি এটি পচা ডিম। এরপর ফেলে দিই। নিম্নমানের খাবারের কারণে আমরা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ব।”

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আমির হামজা জানায়, “প্রায়ই পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত ডিম, পচা পাউরুটি ও দুধ দেয়। কোনো কোনো দিন খেতে পারি, কোনো কোনো দিন খেতে পারি না।”

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী বায়জিদ জানায়, “সরকার ভালো মানের খাবারের জন্য টাকা দিচ্ছে, অথচ আমাদের নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে। নিম্নমানের খাবার খেয়ে এই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল।”

অভিভাবক সুখী আক্তার বলেন, “আমাদের বাচ্চাদের যে খাবারগুলো দেওয়া হয়, সেগুলো ভালো হওয়া দরকার। নিম্নমানের খাবার খেলে আমাদের সন্তানরা অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ, বিতরণকৃত খাবারগুলো যেন যথাযথভাবে তদারকি করা হয়।”

কাজিপুর গ্রামের অভিভাবক শহিদুল ইসলাম বলেন, “শিশুদের দৈনন্দিন পুষ্টির ঘাটতি পূরণ, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করা

এবং ঝরে পড়া রোধে সরকার বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করছে। অথচ তদারকির অভাবে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে।”

বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজারুল ইসলাম বলেন, “পচা ডিম ও নিম্নমানের খাদ্য দিলেও কিছু বলার বা করার থাকে না। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং বলতে গেলে হয়রানির শিকার হতে হয়।”

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদ জানান, এ বিষয়ে তাঁর কিছু করার নেই।

সুশীলন এনজিওর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা নুরুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর প্রতিনিধি, সুশীলন এনজিওর এরিয়া ম্যানেজার সুমন আলী বলেন, “কোনো বিদ্যালয়ে পচা ডিম বা পাউরুটি গেলে অভিযোগ পেলে সেগুলো পরিবর্তন করে দেওয়া হবে।”

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সামাদ বলেন, “পচা বা নষ্ট ডিম খেলে মারাত্মক ফুড পয়জনিং বা খাদ্যবিষক্রিয়া হতে পারে। এছাড়া তীব্র পেটব্যথা, বমিভাব, পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়া বা শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আরও নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।”

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বলেন, “পচা ডিম বা নিম্নমানের পাউরুটি ও কলা দেওয়ার কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুরে ৩টি গাঁজার গাছসহ আটক-১

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৩টি গাঁজার গাছসহ মো: আব্দুল হালিমকে(৫৫) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের কালীগাংনী ভিটাপাড়া বিলের মাঠে অভিযান চালিয়ে গাঁজার গাছ সহ তাকে আটক করা হয়। আটক মোঃ আব্দুল হালিম কালীগাংনীর বাসিন্দা।

এ বিষয়ে আজ বুধবার দুপুর ১টা ৫০ মিনিট এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সানা।

লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশের গোয়েন্দার একটি টিম জেলার সদর থানার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের কালীগাংনী ভিটাপাড়ার বিলের মাঠের মধ্যে চতুর-দিকে ইটের গাথুনির ওয়াল বিশিষ্ট একতলা বসত বাড়ির মাটির উঠান হতে মোঃ আব্দুল হালিমকে আটক করা হয়।

এসময় তার চাষকৃত ৩টি (তিনটি) গাঁজার গাছ উদ্ধার করা হয়েছে।গাঁজার গাছগুলোর উচ্চতা যথাক্রমে ০৯ ফুট ০৪ ইঞ্চি, ০৬ ফুট ০৩ ইঞ্চি ও ০৩ ফুট ০৬ ইঞ্চি। এবং ওজন যথাক্রমে ৩ কেজি ১০০ গ্রাম, ৪৫০ গ্রাম ও ৪০ গ্রাম। এ ঘটনায় আটক আব্দুল হালিমকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সানা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তিনটি গাঁজার গাছসহ আব্দুল হালিমকে আটক করে।আটককৃত আব্দুল হালিমের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা

গাংনীতে শিক্ষকের বাড়িতে বোমা সদৃশ বস্তু ও হুমকির

চিরকুট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে আক্কাস আলী (৪৫) নামে এক শিক্ষকের বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ একটি বস্তু ও হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার (১ জুলাই) সকালে বাড়ির মালিক নিজ বাড়ির সামনে বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন। আক্কাস আলী কসবা গ্রামের মোল্লাপাড়ার রজব আলীর ছেলে এবং গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রায় ছয় মাস ধরে প্রতিবেশী কয়েকজনের সঙ্গে আক্কাস আলীর বিরোধ চলছিল। সম্প্রতি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে জমি পরিমাপ করেন। বুধবার জমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে ভূমি অফিসে যাওয়ার কথা ছিল তার। এর আগেই দুর্বৃত্তরা বাড়িতে বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি হুমকি সম্বলিত চিরকুট রেখে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

উদ্ধার হওয়া চিরকুটে রাস্তার পাশ দিয়ে পানি চলাচলে বাধা না দেওয়ার হুমকির পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। কারা এ ঘটনায় জড়িত, তা শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।